দূরের প্রদীপ এ-জীবন
আলো দেয়
অন্ধকারও দেয়

অদৃশ্য ছায়াটি কাঁপে
হাওয়ার ভিতর
দূরের প্রদীপ দেখে

মনে হয় ঘর

কীভাবে দিন কাটবে আমার

কীভাবে কাটবে দিন ভেবেছিল ম্লান কোনো মুখ, আর আমার কীভাবে যে কাটে, কীভাবে নিজেকে নিয়ে ভাবি! শতক পেরিয়ে এসে, এই কথা ভাবায় যখন— আকাশে অর্ধেক চাঁদ, আকাশেরও যন্ত্রনিপুণতা! এইখানে অর্ধভুক্ত মানুষের প্রবল উল্লাস— এইখানে একাকার দিন কাটে, হাঁসের মতন

হাওয়া

একটা বদ হাওয়া বইছে চারপাশে। ছাতাভাঙা এ-বাতাস ওলট-পালট করে দিচ্ছে মন। সারারাত সারাদিন কে যেন তোমাকে গিলে ফেলছে, খেয়ে ফেলছে স্বেদবিন্দু। দুপুরে ভিজে ঝুপ হয়ে একদল ছেলেমেয়ে ফিরছে ইস্কুল থেকে। দিঘিগুলো প্রায় পাঁক হয়ে গেছে এ-শহরে। ঝিরিঝিরি জলের স্রোতে দুলে উঠছে খানাখন্দগুলি। সামনে শহিদ মিনারের মতো একা দাঁড়িয়ে আছে লাল সাদা কমলা ওই বিশাল বিল্ডিং। চরাচর জুড়ে তখন কালচে নীল আবছায়া ঘিরে আছে। কেন যে এই আকাশ মুছে বৃষ্টি নামবে! কেনই-বা থেমে যাবে হঠাৎ। আজ সব জেনে গেছে বিজ্ঞান শিক্ষিত মানুষেরা।

জানেনি কেবল, এই আচমকা হাওয়া এসে কেন যে ওলট-পালট করে দিচ্ছে তোমাকে আমাকে; আর শিউরে উঠছি ভিতরে ভিতরে

প্রাণ

মেঘবলয়ের নাভিকূপ থেকে জন্ম হয়েছে আমার। দেওয়া হয়েছিল মাটি
জল দুধ আর আগুনের ছিটে। আকাশকে চিনেছি শকুনের মতো। প্রেম
এসে চিনিয়েছে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির হাওয়ায় পথের বিস্ময়। নারীকে চিনিনি
আমি, দিতে চেয়েছি সাদা পায়রার ডানা। আর একা একা একা একা
অগুরু গন্ধের দিকে ছুটে কুড়িয়ে পেয়েছি এ-কার মৃত্যুকে? হাত বাড়ানোর
কৌশল ক্রমশ হারিয়ে ফেলছি দেখো। সবই ভেঙে গিয়ে আজ জেগে আছে
মনে হয়। এইভাবে ভেসে থাকতে কেবল তোমাকেই দেখি। সবকিছু ভেঙে
ভেঙে বৃথাই জেগে উঠবে কি প্রাণ! এই পেঁচিয়ে ধরা আলোয়, ঝরনা
কুয়াশার নিস্তব্ধ অন্ধকারে তবু মিটমিট করে তারাটি জ্বলছে

যাওয়া আসা

নিশ্চুপ উপত্যকা জুড়ে কয়েকটি মাত্র বাড়ি। সবুজ বনানী থেকে ধোঁয়া উড়ে আসে আলোর পাহাড়ে। অরণ্যের ছায়া ধরে শীতলপথে যেতে হয় বাজারের দিকে। ওই তো আশিক আসছে মাথাভর্তি কাঠ নিয়ে। ঘুরতে ঘুরতে কয়েকজন পথিক এসে পড়ে জঙ্গল পেরিয়ে। ছবি তোলে বাহাদুরের সঙ্গে। পাইনের শরীরে শরীরে মেঘেদের নিত্য যাতায়াত, তিন কন্যা নিয়ে বাহাদুরের বউ চলে যেত ইস্কুলের দিকে। আজকাল গজিয়ে উঠেছে টুরিস্ট স্পট, ছুটিছাটা পেলে ছুটে আসে কত লোক। বাহাদুরের তিন মেয়ে ভাড়া থাকে দূরের পাহাড়ে। সেইখানে ইস্কুল তাদের, মাসে একবার তিন বোন একসঙ্গে ফিরে আসে বাড়ি।